বিষয়বস্তুঃ শবে বরাআত ও নফল নামাযের ফযীলত

শা’বান মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১২ শা’বান ১৪৪৫ হিজরী, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৩৩

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۞صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা !

আজ শা’বান মাসের ১২ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা ‘শবে বরাআত ও নফল নামাযের ফযীলত’ সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। শা’বান মাসের পনেরতম রাতকে ‘শবে বরাআত’ বলা হয়। যার মানে হল, ‘মুক্তি রজনী’। যেহেতু এই রাতে আল্লাহ তায়ালা বিপুল সংখ্যক

মানুষকে ক্ষমা করেন, তাই এই রাতকে বলা হয় ‘শবে বরাআত’।

এই রাত সম্পর্কে কোন কোন লোকের ধারনা যে, এ রাতের কোন ফযীলত কুরআন কিংবা হাদীসে প্রমাণিত নেই। সুতরাং এ রাতকে ফযীলত মনে করে রাতজেগে ইবাদত করা ভিত্তিহীন। মনে রাখবেন, এমন ধারনাকারীদের ধারনাটাই ভিত্তিহীন। কারণ, সহীহ হাদীস দ্বারা শবে বরাআতের ফযীলত প্রমাণিত আছে।

শবে বরাআত সম্পর্কে হাদীসঃ

শবে বরাআতের ফযীলত সম্পর্কে ১০ জন সাহাবী হতে হাদীস বর্ণিত আছে। তার মধ্য হতে, আহলে হাদীস মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেব ‘সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহাহ’ কিতাবের ৩য় খণ্ডের ১৩৫-১৩৮ পৃষ্ঠায় ৮জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন এবং এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এখানে আমরা শবেবরাত সম্পর্কে তিন’টি হাদীস জেনে রাখি।

(১) সুনানে ইবনে মাজার ১৩৯০ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ মূসা আশআরী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

“আল্লাহ তায়ালা শা’বান মাসের মধ্যম রাতে মাখলূকের প্রতি বিশেষ নেক নজর দেন এবং মুশরিক এবং শত্রুতা পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করেন। ”

(২) সুনানে ইবনে মাজার ১৩৮৯ নম্বরে হযরত আইশা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একদা রাতে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার বিছানায় না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, তিনি জান্নাতুল বাকীতে আছেন। আমাকে দেখে নবীজি বলেছেনঃ তুমি কি এমন আশঙ্কা কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার উপর যুলুম করবেন? আমি বললামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি মনে করেছিলাম, আপনি হয়ত অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শা'বান মাসের মধ্যম রজনীতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং 'কাল্‌ব' গোত্রের ছাগল পালের লোমরাশির চেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করেন।"

যেহেতু কাল্‌ব গোত্রের লোকেরা আরবের অন্যান্য মানুষদের তুলনায় বেশি ছাগল রাখত, তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাল্‌ব গোত্রের ছাগলের লোমরাশির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রিয় শ্রোতা ভায়েরা ! এ দু'টি হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, শা'বান মাসের মধ্যম রাত হল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমার মাস। তাই আল্লাহ তায়ালার ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা জেনে রাখি।

আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে ভাল বাসেন। তিনি গোনাহগার বান্দাদেরকে গোনাহবর্জন করে তাঁর দিকে ধাবিত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন ও গোনাহ মাফ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

সুতরাং সূরা সূরা যুমারের ৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَتُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

“বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সব গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।”

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) বলেছেনঃ এই আয়াতটি গোনাহগারদের জন্য কুরআনের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক আয়াত। এই আয়াতদ্বারা জানা যায় যে, যত বড় গোনাহগার হোক না কেন, যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করেন। তাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার দরকার।

যারা ইবাদত-উপাসনা করে না বা বিভিন্ন রকম গোনাহের কাজে লিপ্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে; এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, যারা মনে করে যে,

আমরা যে গোনাহ করেছি, জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এভাবে তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, যারা গোনাহের উপর অটল থাকা সত্বেও আল্লাহর কাছে ক্ষমালাভের আশা রাখে।

মনে রাখবেন, এই উভয় শ্রেণীর লোকেরা নাফসে আম্মারা ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আছে এবং নিজেদেরকে জাহান্নামের পথের পথিক বানাচ্ছে। কারণ, মানুষ যখন গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা করে এবং সেই গোনাহ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার গোনাহ মাফ করেন। আর যারা গোনাহের উপর অটল থাকে, গোনাহ ত্যাগ করে না, আবার আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা রাখে, অনেক সময় এমন লোকদের তওবার তাওফীক হয় না।

তাই আল্লাহ সূরা যুমারের ৫৩ নম্বর আয়াতে বান্দাদেরকে নিজের রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া ও তাদের সব গোনাহ মাফ করার কথা ঘোষণা করেছেন আর

৫৪ ও ৫৫ নম্বর আয়াতে গোনাহগার বান্দাদের কী করনীয় তা আদেশ দিয়ে বলেছেনঃ “তোমাদের কাছে (আল্লাহর)আযাব আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চল। তোমাদের কাছে অতর্কিত ভাবে ও তোমাদের অজান্তে আযাব আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি যে উত্তম বিষয় (অর্থাৎ কুরআন) নাযিল হয়েছে তা অনসরণ কর। ” এদু’টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গোনাহগার বান্দাদেরকে তওবা করতে উদ্ধুদ্ধ করেছেন এবং তিনি কুরআন মজীদে যেসব হুকুম-আহকাম নাযিল করেছেন, তা মেনে চলতে আদেশ দিয়েছেন।

কিয়ামতের দিন কাফির ও পাপাচারী লোকদের বাসনাঃ

ভাই সকল ! যারা দুনিয়ায় অন্যায় ও পাপকাজ করে তওবা না করে মারা যাবে, কিয়ামতের দিন তাদের কেউ কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায় আফসোস ! আমি আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা ও তাঁর আনুগত্যে কেন শিথিলতা করেছিলাম। আবার কেউ সেখানে তকদীর বা ভাগ্যের

উপর দোষ দিয়ে বাচার চেষ্টা করতে চাবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? আবার কোন কোন লোক বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠালে পাপমুক্ত থেকে আল্লাহর আনুগত্য করব।

কিন্তু সে দিনের এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না। সুতরাং সময় থাকতে আমরা সময়ের সংব্যবহার করি। বিশেষ করে আগামী রবিবার দিনগত রাত হচ্ছে শবে বরআত। আমরা এ রাতে বেশি বেশি ইবাদত-উপাসনা, তওবা ইস্তেগফার করব। আর নামায রোযা ইত্যাদি ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতে কোন রকম শিথিলতা না করার প্রতিজ্ঞা করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দ্বীনের পথে চলা আসান করুন। আমীন।

আমরা শবে ররাআত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, সেই

প্রসঙ্গে তওবা-ইস্তেগফার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথাও এসে গেল। এবার আসুন, শবে বরাআত সম্পর্কে আর দু’একটি কথা শুনে রাখি।

শবে বরাআতে জন্ম-মৃত্যু ও রিযিকের ফয়সালা হয়ঃ

হযরত আইশা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কী জান, শা’বানের মধ্যম রজনীর এই রাতে কী কী কার্য্যাবলী আঞ্জাম দেওয়া হয়? হযরত আইশা (রযি) বলেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! এ রাতে কী হয়? উত্তরে নবীজ়ি বলেছিলেনঃ এ রাতে সারা বছর যত আদম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তাদের নাম লেখা হয়। আর যত মানুষ মৃত্য বরণ করবে, তাদেরও নাম লেখা হয়।

এ রাতে মানুষের (সারা বছরের) আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় ও তাদের খাদ্য-খোরাক অবতরণ করা হয়। ইমাম বাইহাকী (রহ)আদদাওয়াতুল কাবীর কিতাবের ৫৩০ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

শবে বরাআত উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত নেই।

শবে বরাআতে আমাদের কর্তব্য হল, যিকি-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামায, তওবা-ইস্তেগফার বেশি বেশি করা। এ রাতে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়মনীতি নেই।

কোন কোন কিতাবে শবে বরাআতে নফল নামাযের নির্দিষ্ট নিয়ম উল্লেখ আছে। মনে রাখবেন, নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসে এর প্রমাণ নেই। সুতরাং এ রাতে যার যেমন সুবিধা নফল নামায পড়তে পারে।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা এই যে, শবে বরাআত, শবে কদর ও এ ধরনের অন্যান্য বরকতময় রাতে রাত্র জাগরণের জন্য মসজিদে জমা হওয়া মকরূহ। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব 'নূরুল ঈযা'র ৯৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছেঃ

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد

"এই সমস্ত রজনীগুলির মধ্য হতে কোন রাত্র জাগরণের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া মকরূহ।"

‘নূরুল ঈযাহ’ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘মারাকিল ফালাহ’ এর ৪০২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, মসজিদ ছাড়া অন্য কোন জায়গায় সমবেত হলেও তা মকরূহ হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণ এভাবে ইবাদত করেন নি।

কেউ কেউ বলে থাকেন, একত্রে ইবাদত করলে রাত জাগা সহজ হয়। তাদের মনে রাখা দরকার, সুন্নত তরীকায় রাতের কিছু অংশ ইবাদত, খেলাফে সুন্নত সারারাত ইবাদত করার চেয়ে অনেক উত্তম।

প্রিয় উপস্থিতি ! এ পর্যন্ত আমরা শবে বরাআত সম্পর্কে আলোচনা শুনছিলাম। এবার নফল নামাযের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

নফল নামাযের ফযীলতঃ

ফরয ও ওয়াজিব নামায ছাড়া সুন্নাতে ‘মুআক্কাদাহ’ ‘সুন্নাতে গায়ের মুআক্কাদাহ’ ও অন্যান্য সব নামায নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত।

ফরয নামাযের ঘাটতি নফল নামায দ্বারা পূরণ করা হবেঃ

কিয়ামতের দিন ইবাদতের মধ্যে সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব হবে। ফরয নামাযে কোন ঘাটতি থাকলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলবেন, দেখ তার নফল নামায আছে কি না। যদি নফল নামায থাকে, তবে তা দ্বারা ফরয নামাযের ঘাটতি পূরণ করা হবে।

দৈনিক ১২ রাকাআত সুন্নাতে মুআক্কাদার ফযীলতঃ

সুনানে তিরমিযীর ৪১৫ নম্বর হাদীসে হযরত উম্মে হাবীবাহ রযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

"যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বার রাকাআত নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার রাকাআত এবং যোহরের পরে দু'রাকাআত। মাগরিবের নামাযের

পরে দু’রাকাআত। ঈশার নামাযের পরে দু’রাকাআত এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দু’রাকাআত। ” এই বার রাকাআত নামায হল সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। আর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায ইচ্ছাকৃত ভাবে বার বার ছেড়ে দিলে মানুষ গোনাহগার হয়ে যায়।

জুমুআর নামাযের আগে ও পরের সুন্নাতঃ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের ৫৬৮৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) জুমুআর আগে চার রাকাআত ও পরে চার রাকাআত নামায পড়তে আদেশ দিতেন।

জুমুআর আগে চার রাকাআত ও পরে চার রাকাআত সুন্নাত।

সুনানে আবূ দাঊদের ১১৩১ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জুমু আর পরে চার রাকাআত পড়ার কথা বর্ণিত আছে। আর জুমুআর পরে

চার রাকাআতের কথা সহীহ মুসলিমের ৮৮১ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত আছে।

তহাবী শরীফে ১৯৬৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমার (রযি) জুমুআর আগে চার রাকাআত ও পরে প্রথমে দু'রাকাআত ও তারপর চার রাকাআত নামায পড়তেন। এই হাদীসের কারণে অনেকে বলেছেনঃ জুমুআর পরে সুন্নাত হিসাবে ছয় রাকাআত নামায পড়া দরকার।

জুমুআর আগে ও পরে সুন্নাত নামাযের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অনেকে এর গুরুত্ব দেন না।

অধিক নফল নামায আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়ঃ

"রবীআহ ইবনে কা'ব (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উযূ ও ইস্তেঞ্জার পানি এনেছিলাম। তখন নবীজি আমাকে বলেছিলেনঃ তুমি আমার কাছে কিছু চাও। তখন আমি বলেছিলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। নবীজি বললেনঃ এটা ছাড়া অন্য কিছু চাও

কি? আমি বললাম, আমি এটাই চাই। তখন নবীজি আমাকে বলেছিলেনঃ তাহলে বেশি বেশি সাজদাহ দ্বারা তুমি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।” সহীহ মুসলিমের ৪৮৯ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

বেশি বেশি সাজদাহ করার অর্থ হল, নফল নামায বেশি বেশি পড়া। কারণ, ফরয নামাযে কম ও বেশি জাইয নেই। হাদীসে অর্থ হল, যদি তুমি জান্নাতে আমার সঙ্গী হতে চাও, তবে বেশি বেশি নামায পড়ে তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নাও।

বেশি বেশি নফল নামায মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়ঃ

বিশিষ্ট তাবিয়ী হযরত মা'দান ইবনে ত্বলহা (রহ) বলেছেনঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদ করা গোলাম হযরত ছাওবান রযিয়াল্লহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করে করে বলেছিলামঃ আমাকে এমন একটি আমল বলেদিন, যা করলে আল্লাহ তায়ালা উহার বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি নীরব থাকেন। অতঃপর আবার তাঁকে

জিজ্ঞেস করলাম এবারও তিনি নীরব থাকেন। আমি তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বলেছিলেনঃ আমি এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদাহ করা তোমার উপর আবশ্যক করে নাও। কারণ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে তুমি যতবার সাজদাহ করবে, আল্লাহ ততবারই তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গোনাহ দূর করবেন।

হযরত মা'দান বলেন, অতঃপর আমি সাহাবী আবূদ্দরদাহ রযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও আমাকে বেশি বেশি সাজদাহ করতে বললেন। সহীহ মুসলিমের ৪৮৮ নম্বরে এ হাদীসটি লেখা আছে। এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায়কারীর উপর আল্লাহ খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাকে জান্নাত দান করেন।

আছরের পূর্বে চার রাকাআত নামাযের ফযীলতঃ

সুনানে তিরমিযীর ৪৩০ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا

“যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাকাআত নামায পড়বে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।”

আছরের পূর্বের চার রাকাআত সুন্নতের পাবন্দী খুব কম লোকের আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছরের পূর্বে মসজিদে হাযির হয়ে চার রাকাআত সুন্নাত নামায পড়ার সময় থাকা সত্বেও নামায না আদায় না করে বসে থাকে। অথচ এই চার রাকাআত নামায আদায়কারীর জন্য নবীজি আল্লাহর কাছে রহমতের দু’আ করেছেন।

তাহাজ্জুদের নামাযের ফযীলতঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

“ফরয নামাযের পর সব চেয়ে উত্তম নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের)নামায। ” সুনানে তিরমিযীর ৪৩৮ নম্বরে এ হাদীসটি সাহাবী আবূ হুরাইহা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে।

ইশরাকের চার রাকাআত নামাযের ফযীলতঃ

হযরত আবূ যার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

হে আদম সন্তান ! দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাকাআত নামায পড়, আমি তোমার দিনের শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন পূরণ করে দেব। সুনানে তিরমিযীর ৪৭৫ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

সুন্নাত ও নফল নামায কোথায় পড়া উত্তমঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত ও নফল নামায বেশির ভাগ ঘরে পড়তেন এবং ঘরে পড়ার ফযীলত বেশি তা বয়ান করেছেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপেক্ষিতে উলামাগণ ফতোয়া দেন যে, সুন্নাত ও নফল নামায মসজিদে পড়া ভাল। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, বাড়িতে সুন্নাত ও নফল পড়ার সুযোগ হয় না। আল্লাহ

তায়ালা আমাদেরকে বেশি বেশি নফল নামায পড়ার তওফীক দান করুন, আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাস্টার আশিক ইকবাল